সমকাল

তারিখ ... 11 AUG. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষক সংকটে বন্ধের উপক্রম 'শিশুস্বর্গ'

■ নড়াইল প্রতিনিধি

চিত্রশিল্পী এসএম সুলতানের হাতে গড়া ছবি আঁকার প্রতিষ্ঠান 'শিশুস্বর্গ' এখন মৃতপ্রায়। কয়েক বছরে শিশুস্বর্গের তিনজন সংগঠক ও শিক্ষক মৃত্যুবরণ করায় এ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বৈতনিক হিসেবে একজন শিক্ষক ছবি আঁকা শেখালেও ২ মাসের ছুটিতে তিনি উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারত গেছেন। এ ছাড়া আর্ট কলেজের দু'জন ছাত্র বিনা বেতনে শ্রম দিচ্ছেন।

■ নড়াইল ■

বরেণ্য চিত্রশিল্পী এসএম সুলতান ১৯৭৮ সালে শহরের কুড়িগ্রামে 'শিশুস্বর্গ' নামে ছবি আঁকার এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রকৃতির কাছাকাছি থেকে ছবি আঁকার জন্য তিনি বড় বজরাও (ইঞ্জিনচালিত নৌকা) তৈরি করেন। ১৯৯৪ সালে শিল্পী সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর পালকপুত্র চিত্রশিল্পী দুলাল সাহা, ভাবশিষ্য চিত্রশিল্পী কাজল মুখার্জি ও চিত্রশিল্পী লিটন বিশ্বাস শিশুস্বর্গের হাল ধরেন। ২০০১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি কাজল মুখার্জির অকাল মৃত্যু হয়। ২০১৪ সালের ৬ মে শিল্পীর পালিতপুত্র দুলাল সাহা হার্ট অ্যাটাকে এবং এ বছরের ১২ জুন সুলতান কমপ্লেক্সের সহকারী কিউরেটর লিটন কুমার বিশ্বাস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে শিশুস্বর্গের অবস্থা আরও করুণ হয়ে পড়ে। এদিকে শিশুদের ছবি আঁকার জন্য দুই শতাধিক হার্ডবোর্ড ব্যবহার না করে ফেলে রাখায় তা ঘুণে ধরেছে।

জেলা চারুশিল্পী পরিষদের সদস্য সচিব সমির কুমার বৈরাগী জানান, শিশুস্বর্গের আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে গেলে ৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া দরকার। জেলা কালচারাল অফিসার ও এসএম সুলতান কমপ্লেক্সের ভারপ্রাপ্ত কিউরেটর মো. হায়দার আলী জানান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সুলতান কমপ্লেক্সের সহকারী কিউরেটর ও শিশুস্বর্গের শিক্ষক হিসেবে ৩ জনকে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।